দৈনিক সংবাদ

24

তারিখ OCT. 25 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

অপকর্মের আখড়া মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

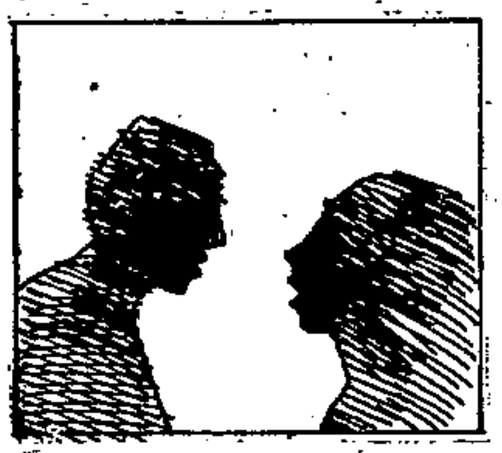

বাংলাদেশে অনেক মাদ্রাসা আছে যেখানে ইসলামী শিক্ষার পরিবর্তে ইসলামবিরোধী কাজকর্ম ও মধ্যযুগীয় কায়দায় ছাত্র ও ছাত্রীদের নির্যাতন করা হচ্ছে। অনেক মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড রহস্যময়তার কালো অন্ধকারে ঢাকা। সম্প্রতি রংপুরে দারুল উলুম মাহমুদিয়া মাদ্রাসার অভ্যন্তরে পরিচালিত কর্মকাণ্ড

সম্পর্কে যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ভয়াবহ। ইতোপূর্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসাগুলো সম্বন্ধে একই ধরনের খবর পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক মাদ্রাসার শ্লোগান হচ্ছে 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' রংপুরে উল্লিখিত মাদ্রাসার হুজুর নাকি আফগানিস্তানে ট্রেনিং নিয়ে সেখানে যুদ্ধ করেছে তালেবানের পক্ষে। তালেবান তালিকায় তার নামও রয়েছে। এ ধরনের তালেবান মার্কা হুজুর বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় প্রচুর রয়েছে। ইসলাম ও ধর্ম নিয়ে যারা বড় বড় মছলা দেয় তারা যে ইসলামবিরোধী ও জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তা মাদ্রাসাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়। বাংলাদেশে অনেক মাদ্রাসার হুজুরের স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারে ছাত্রছাত্রীরা দিশেহারা। অনেক মাদ্রাসার ভেতরে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হুজুরের নির্দেশে উর্দুতে কথা বলতে হয়। নির্দেশ অমান্য করলে ছাত্রছাত্রীদেরকে বর্বর কায়দায় নির্যাতন করা হয়। রংপুরে দারুল উলুম মাহমুদিয়া মাদ্রাসাই তার প্রমাণ। পত্রিকা-গুলোতে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ থেকে জানা যায় যে, অনেক মাদ্রাসার হুজুররা ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতন, এমনকি ছাত্রদের সাথে সমকামীতার মতো জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত। এ হলো ইসলাম ও ধর্মের নামে আমাদের মাদ্রাসাগুলোর আসল চেহারা। রংপুরে উল্লিখিত মাদ্রাসার অপকর্মগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর 'সংবাদ'-এর রংপুর প্রতিনিধিকে মাদ্রাসার হুজুর ও মৌলবাদীরা হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। মাদ্রাসার হুজুরদের হিংস্রতা এখানেই শেষ নয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশ অনেক মাদ্রাসার ভেতরে পায়ের রগ কাটার ট্রেনিং দেয়া হয়।

ইসলাম ও ধর্মের নামে মাদ্রাসাগুলোর ভেতরে যে ইসলামবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড চলছে তা দেশবাসী ভালভাবেই জানে। অপকর্মের আখড়া এসব মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল।

মোঃ আবদুস সালিম
৭২/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১২০৪